5 OCT 1995
কলাম
দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ ঃ বিশ্বের ১৮১তম ধনী দেশ

সবচেয়ে ধনী দেশ অস্ট্রেলিয়া, গরিব ইথিওপিয়া

বিশ্বে প্রথমবারের মতো সম্পদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক এই দুরূহ কাজটি করেছে। সম্পদের ভিত্তিতে এই অবস্থান হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ অস্ট্রেলিয়া এবং দরিদ্রতম দেশ ইথিওপিয়া। ১৯২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ১২তম দরিদ্র দেশ। উল্টোভাবে বললে ১৯২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৮১তম ধনী দেশ।

মাত্র ৪ শতাংশ। ধনী দেশ হিসেবে এর পরের ১২টি দেশ হচ্ছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড, জাপান, সুইডেন, আইসল্যান্ড, কাতার, ইউনাইটেড আরব আমিরাত, ডেনমার্ক, নরওয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ,কুয়েত এবং জার্মানি অন্যদিকে বাংলাদেশের তুলনায় দরিদ্র ১২টি দেশ হচ্ছে যথাক্রমে রোয়ান্ডা, গিনি-বিসাউ, সিয়েরা লিওন, মোজাম্বিক, ভিয়েতনাম, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, মালয়ি,

বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষদশ—

দেশের নাম	পরিমাপকৃত সম্পদ (ডলার) মাথাপিছু	সম্পদের উৎস (শতকরা হিসাবে)		
		মানব সম্পদ	উৎপাদিত সম্পদ	প্রাকৃতিক মূলধন
১· ইথিওপিয়া	১৪০০	৪০	২১	৩৯
২· নেপাল	১৬০০	৫৬	২৭	১৭
৩· বুরুন্ডি	২১০০	৬৭	২৬	৭
৪· মালাউই	২২০০	৪২	৩২	২৬
৫· উগান্ডা	২৩০০	১৫	৫১	৩২
৬· তানজানিয়া	২৪০০	১১	৩১	৫৮
৭· ভিয়েতনাম	২৬০০	৭৪	১৫	১১
৮· মোজাম্বিক	২৯০০	১৪	৪০	৪৬
৯· সিয়েরা লিয়ন	২৯০০	১৪	১৮	৬৮
১০· গিনি বিসাউ	২৯০০	১৭	২১	৬২

বিশ্বের ধনী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষদশ—

দেশের নাম	পরিমাপকৃত সম্পদ (ডলার) মাথাপিছু	সম্পদের উৎস (শতকরা হিসাবে)		
		মানব সম্পদ	উৎপাদিত সম্পদ	প্রাকৃতিক মূলধন
২· কানাডা	৭০৪০০০	২২	৯	৬৯
৩· লুক্সেমবার্গ	৬৫৮০০০	৮৩	১২	৪
৪· সুইজারল্যান্ড	৬৪৭০০০	৭৮	১৯	৩
৫· জাপান	৫৬৫০০০	৮১	১৮	১
৬· সুইডেন	৪৯৬·০০০	৫৬	১৬	২৯
৭· আইসল্যান্ড	৪৮৬০০০	২৩	১৬	৬১
৮· কাতার	৪৭৯০০০	৫১	১০	৩৯
৯· ইউএই	৪৭১০০০	৬৫	১৪	২১
১০· ডেনমার্ক	৪৬৩০০০	৭৬	১৭	৭

বিশ্বব্যাংক গত রোববার এই তালিকা বিশ্বব্যাপী প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাংক ১৯২টি দেশের প্রতিটির ক্ষেত্রে এ ধরনের সম্পদের ভিত্তিতে দেশগুলোর অবস্থান নির্ণয় করেছে। যেমন প্রাকৃতিক মূলধন, উৎপাদিত সম্পদ এবং মানব সম্পদ। প্রাকৃতিক মূলধনের মধ্যে রয়েছে ভূমির অর্থনৈতিক মূল্য, পানি, কাঠ, তেল, সোনা, লৌহ প্রভৃতি। উৎপাদিত সম্পদের মধ্যে রয়েছে যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা এবং অবকাঠামো (যেমন, পানি ব্যবস্থা, রাস্তা, রেলপথ এত্যাদি)। মানব সম্পদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ক্ষমতা (যেমন, শিক্ষা, পুষ্টি ইত্যাদি)।

এই হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ অস্ট্রেলিয়ার অনুমিত মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ ৮ লাখ ৩৫ হাজার ডলার। এই সম্পদের মধ্যে মানব সম্পদ উৎস থেকে আসে ২১ শতাংশ, উৎপাদিত সম্পদ থেকে আসে ৭ শতাংশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আসে ৭১ শতাংশ। অন্যদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশ ইথিওপিয়ার মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ ১ হাজার ৪শ' ডলার। এর মধ্যে মানব সম্পদ থেকে আসে ৪০ শতাংশ, ২১ শতাংশ আসে উৎপাদিত সম্পদ থেকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আসে ৩৯ শতাংশ।

১২তম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ ৩ হাজার ১শ' ডলার। এই সম্পদের ৭৯ শতাংশই আসে মানব সম্পদ থেকে। ১৪ শতাংশ আসে উৎপাদিত সম্পদ এবং প্রাকৃতিক মূলধন থেকে আসে বাকি ৭ শতাংশ। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার পরেই কানাডার অবস্থান। কানাডার মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ ৭ লাখ ৪ হাজার ডলার। এর মধ্যে ২২ শতাংশ আসে মানব সম্পদ থেকে, উৎপাদিত সম্পদ থেকে আসে ৯ শতাংশ এবং ৬৯ শতাংশ আসে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে। লুক্সেম-বার্গের অবস্থান তৃতীয় এবং দেশটির মাথাপিছু সম্পদ ৬ লাখ ৫৮ হাজার ডলার। এর মধ্যে ৮৩ শতাংশই আসে মানব সম্পদ থেকে। ১২ শতাংশ আসে উৎপাদিত সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আসে বুরুন্ডি, নেপাল এবং ইথিওপিয়া। সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোর অবস্থান হচ্ছে ভারত ২০তম দরিদ্র দেশ, ভুটান ৩০তম, পাকিস্তান ৩৩তম, মালদ্বীপ ৪১তম এবং শ্রীলংকা ৪২তম।

সম্পদের ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের এই অবস্থান বর্ণনা করে বিশ্বব্যাংক বলেছে, মানব সম্পদই একটি দেশের মোট সম্পদে সবচেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ এক্ষেত্রে বলা যায়, উন্নয়নের জন্য মানব সম্পদে বিনিয়োগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়। উদাহরণ দিয়ে বিশ্বব্যাংক বলেছে, বিশ্বের মোট সম্পদের মধ্যে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ দখলে রাখছে কাঁচামাল উৎপাদনকারী ৬৩টি দেশ। এই দেশগুলোর মোট সম্পদের মধ্যে উৎপাদিত সম্পদ থেকে আসে ২০ শতাংশ, ৪৪ শতাংশ আসে প্রাকৃতিক মূলধন থেকে এবং ৩৬ শতাংশ আসে মানব সম্পদ থেকে। বিশ্বের ১শ'টি উন্নয়নশীল দেশের দখলে আছে ১৫ দশমিক ৯ শতাংশ সম্পদ। এই দেশগুলোর মোট সম্পদের মধ্যে ১৬ শতাংশ আসে উৎপাদিত সম্পদ থেকে, ২৮ শতাংশ আসে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে এবং ৫৬ শতাংশ আসে মানব সম্পদ থেকে। সবশেষে মাত্র ২৯টি উচ্চ আয়ের দেশ ভোগ করছে বিশ্বের মোট সম্পদের ৭৯ দশমিক ৬ শতাংশ। এই দেশগুলোর মোট সম্পদের মধ্যে ১৬ শতাংশ আসে উৎপাদিত সম্পদ থেকে, ১৭ শতাংশ আসে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে এবং ৬৭ শতাংশই আসে মানব সম্পদ থেকে।

বিশ্বব্যাংকের মতে, অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডা সবচেয়ে ধনী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কেননা, দেশ দু'টিতে জনসংখ্যা অনেক কম এবং দেশগুলোর প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এই অল্প জনগোষ্ঠী ভোগ করে। অন্যদিকে জাপান ও সুইজারল্যান্ড মানব সম্পদ উন্নয়নে যথেষ্ট বেশি বিনিয়োগ করে বলে এই দেশ দু'টির অবস্থান যথেষ্ট ভালো। বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই হিসেব করার সময় নতুন একটি নির্ধারণ যুক্ত করা হবে। এটি হচ্ছে সামাজিক মূলধন অর্থাৎ মানব সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের (যেমন পরিবার, কমিউনিটি) উৎপাদন মূল্য।